Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারণে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্বশীল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সায়মা আক্তার

রোলঃ 216021777

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারণে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্বশীল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সায়মা আক্তার

রোলঃ 216021777

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যে কারণে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্বশীল" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাও: মামুনুর রশীদ, আইডিঃ 216021777 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যে কারণে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্বশীল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সায়মা

(স্বাক্ষর)

সায়মা আক্তার

আইডিঃ 216021777

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

১। সারসংক্ষেপ 1
২। ভূমিকা 2
৩। সামগ্রিক বিবরণ 2
৩.১। ইতিহাস 3
৩.২। ইসলামে পুরুষদের কর্তৃত্বের ধারণা 5
৩.৩।নারীদের অধিকার ও মর্যাদা 6
৩.৪।পারিবারিক কাঠামোতে পুরুষদের ভূমিকা 12
৩.৫। নারীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা 15
৩.৬।পারিবারিক কাঠামোতে নারীর ভুমিকা 16
৩.৭। পুরুষই কেন নারীর অভিভাবক 17
৪।গবেষণার পদ্ধতি 21
৫।গবেষণা 22
৫.১।কুরআনের আলোকে 22
৫.২।তাফসীর ও হাদিসের আলোকে 22
৫.৩। মাযহাবের আলোকে 25
৫.৪। ফিকহ ও আলেমদের মতামত 25
৬।গবেষণার গুরত্ব ও ফলাফল 26
৭।উপসংহার 27
৮।তথ্যসূত্র 29

১। সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ তাআলা নারী এবং পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের সহযোগী হিসেবে।পুরুষ এবং নারীর দায়িত্ব, কর্মস্থলও ভিন্ন ভিন্ন।গঠনগত ও মানসিক দিক দিয়েও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য।আর পুরুষকে নারীর উপর কতৃত্বশীল করেছেন একারণে যে পুরুষরা উপার্জন করে পরিবারের জন্য সম্পদ ব্যয় করে। তাছাড়াও শারিরীক ও মানসিক শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকেও পুরুষ নারীর চেয়ে এগিয়ে।এটি কোনোভাবেই নারীদের অধিকার বা মর্যাদার হ্রাস নির্দেশ করে না বরং এতেই রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ।একটা মেয়ে বিয়ের আগ পর্যন্ত তার বাবার দায়িত্বে থাকে। বিয়ের পরে তার দায়িত্ব চলে যায় স্বামীর কাঁধে। স্বামী বৃদ্ধ হলে এই দায়িত্ব চলে আসে সন্তানের কাঁধে। এগুলো অধিকার । যদি কোন পিতা , কোন স্বামী, কোন সন্তান এই দায়িত্বগুলো পালন না করে, তাহলে সে প্রথমে ইসলামী আইন অনুযায়ী অপরাধী হবে, পরকালেও সে আল্লাহর কাছে দায়ী হবে।

ইসলাম নারীকে যতটা সম্মানিত করেছে, পৃথিবীর কোন ধর্ম ততটা সম্মানিত করতে পারেনি। ইসলামপূর্ব যুগে নারী ছিল লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ। কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের নামে নারীবাদীরা নারীদের তাদের উপর পুরুষের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে শুধু নারীদেরই ক্ষতি করছে না বরং পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা নারীদেরকে স্বাধীনতার নামে পণ্য বানিয়ে তুলছে।এই অবলা নারীরাও তাদের প্রকৃত মর্যাদাকে পায়ে ঠেলে নিজের যোগ্যতা জাহির করতে ঝাপিয়ে পড়ছে তাদের এই ধ্বংসের ফাঁদে।যে নারী তার সংসারের রানী হয়ে থাকতো সেই নারী এখন চাকুরীর নামে বাইরের মানুষের গোলামী করছে। অথচ ইসলাম তাদের দিয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা। এই গবেষণার মুল উদ্দেশ্য নারীদের এটা বোঝানো যে নিজে কতৃত্বশীল হওয়ার চেয়ে আল্লাহর বিধান পুরুষের কতৃত্বশীল হওয়াকে মেনে নেওয়ার প্রকৃত কারন রয়েছে এবং তার প্রতি অনেক বড় ইহসান করা হয়েছে।

২। ভূমিকা

নারীর সঙ্গে পুরুষের যতগুলো সম্পর্ক হতে পারে প্রতিটি সম্পর্ককে ইসলাম অনন্য মর্যাদা ও মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে নারীকে এবং কিছু ক্ষেত্রে পুরুষকে অগ্রমর্যাদা দান করেছেন। নারী ও পুরুষের সম্পর্ক ও কতৃত্বের বিষয়ে ইসলামে একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম ধর্মে পুরুষদের নারীদের উপর কতৃত্বের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। নারীদের উপর পুরুষের কতৃত্বশীলতা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়। পুরুষের কতৃত্বশীলতার কারণসমূহ বহুস্তরীয় ও জটিল। এ গবেষণাপত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের উপর পুরুষদের কতৃত্বের কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।এছাড়াও সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে এই বিধানটি যে মহান আল্লাহ তা'লা মানুষের জন্য খাস করে দিয়েছেন তা কুরআন হাদীস ও অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পুরুষদের কতৃত্বশীল করে ও বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে নারীদের জীবনকেও সহজ করে দিয়ছেন।ইসলাম সমতার ধর্ম নয় বরং ইনসাফের ধর্ম। কার প্রতি কোন বিচার করলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে সেই বিষয়টিই এই গবেষণাপত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩। সামগ্রিক বিবরণ

ইসলাম নারীসমাজের প্রতি অনেক বড় একটি ইহসান করেছে এই যে,পরিবারের জীবিকা ও যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দান করেছে এবং তা পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছে। পুরুষকে আল্লাহ তায়ালা কেন নারীর উপর কতৃত্বশীল করে দিয়েছেন এই বিষয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে কতৃত্বশীল করার

কারণগুলো যেমন সুস্পষ্ট হবে তেমনি আল্লাহর এই বিধানকে না মানার কারণে সমাজের যে বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলোও বোঝা যাবে।

৩.১। ইতিহাস

মহান আল্লাহ তাআলা যখন মানব সৃষ্টির ইচ্ছে করলেন তিনি প্রথমে পুরুষ তথা আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে ফেরেশতা ও ইবলিশকে বললেন তাকে সিজদা করতে। এ থেকেই বুঝা যায় স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই এই মর্যাদা তাকে প্রদান করেছেন।এরপর আদম আলাইহিসসালাম থেকেই তার সঙ্গী হাওয়া আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

إِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ

আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি। [সূরা বাকারা(২):৩০]

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অন্য আরেক আয়াতে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী[সূরা আন নিসা(৪):৪]

রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স.) মাতৃগর্ভে মনবশিশু জন্মের স্তর সম্পর্কে বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান আপন মাতৃগর্ভে বীর্যের আকারে ৪০ দিন, জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত হয়ে ৪০ দিন, গোশত আকারে ৪০ দিন। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠান এবং চারটি বিষয়ে আদেশ দেন যে, তার (শিশুর) আমল, রিজিক, আয়ুকাল ও ভালো না মন্দ সব লিপিবদ্ধ করতে। অতঃপর তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দেওয়া হয়।"[১]

নবীজি (সা:) আরও বলেন,

‘আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করেন। ফেরেশতা বলেন, হে রব! এখনও তো ভ্রূণ মাত্র। হে রব! এখন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। হে রব! এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান, তখন ফেরেশতা বলেন, হে আমার রব! (সন্তানটি) ছেলে না মেয়ে হবে, পাপী না নেককার, রিজক কী পরিমাণ ও আয়ুষ্কাল কত হবে? অতএব, এভাবে তার তকদির মাতৃগর্ভে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়।[২]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিস দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট যে মহান আল্লাহ তায়ালা নারীকে সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ হতে এবং খলিফা হিসেবে মনোনীত করেছেন একজন পুরুষকেই এবং তার সহযোগী হিসেবে একজন নারীকে সৃষ্টি করেছেন।আর সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায়ই নির্ধারণ হয় যে সন্তানটি পুরুষ নাকি নারী হবে অর্থাৎ জন্মের আগেই নারী পুরুষ নির্ধারণ করা হয়। সেখানে জন্মের পর একজন নারী কিভাবে পুরুষের মত হয়ে যাবে এবং পুরুষের দায়িত্ব পালন করবে!

৩.২। ইসলামে পুরুষদের কর্তৃত্বের ধারণা

ইসলামে পুরুষদের নারীদের উপর কতৃত্বের ধারণাটি কুরআন এবং হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের সুরা নিসায় বলেন,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

"পুরুষরা নারীদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, কারণ আল্লাহ একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং কারণ তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।"[সূরা আন নিসা (৪): ৩৪]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে পুরুষরা পরিবারের রক্ষক এবং পরিচালকের ভূমিকা পালন করে। এ দায়িত্ব পালনে পুরুষদের নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে।অর্থাৎ পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর নেতা। সে স্ত্রীকে সোজা ও ঠিক-ঠাককারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারণেই নবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের মাধ্যমে মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ إِلَيۡهَاۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتۡ حَمۡلًا خَفِيفًا فَمَرَّتۡ بِهِۦۖ

তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। [সূরা আল আ'রাফ (৭) : ১৮৯]

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা, কাজেই সে তার দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।”[৩]

এই হাদিসে প্রত্যেক মানুষকে শুধুমাত্র দায়িত্ব অর্পণ করে ছেড়ে দেওয়া হয়নি বরং তাদেরকে তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস ও করা হবে এ জন্য যে তারা তাদের দায়িত্ব পালনে আরো বেশি তৎপর হয়ে যায়।এবং এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। দায়িত্ব পালন না করলেও রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা।

৩.৩।নারীদের অধিকার ও মর্যাদা

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 1 بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে;কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। [সূরা তাকভীর (৮১): ৮-৯]

এই আয়াতে জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের প্রতি বর্বরতা ফুটে উঠেছে। কন্যা সন্তানের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো কতটা পাশবিক। সে যুগে নারীদের না ছিলো কোন নিরাপত্তা না ছিলো কোন অধিকার ও মর্যাদা।

অথচ কন্যা সন্তানের জন্মকে আল্লাহ তায়ালা ‘সুসংবাদ’বলেছেন।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ l يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের ‘সুসংবাদ’ দেয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে নিজ সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে,নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। [সূরা নাহল(১৬) : ৫৮-৫৯]

ইসলাম এলো তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে। আর প্রত্যেকটি ভালো কাজের প্রতিদান স্বরুপ আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকেও উত্তম প্রতিদান দেওয়ার কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন যা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে জানা যায়।

وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। [সূরা নিসা (৪) : ১২৪]

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। [সূরা নাহল (১৬) : ৯৭]

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا

আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।[সূরা আন নিসা(৪) : ৩২]

ইসলামে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। নারীদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করাও পুরুষদের দায়িত্ব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ

তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ [সুরা বাকারা(২):১৮৭]

এ থেকে বোঝা যায় যে, নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক এবং তাদের সম্পর্কের ভিত্তি ভালোবাসা, সম্মান ও সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী হিসেবেও ইসলাম নারীকে দিয়েছে অনেক মর্যাদা।

আল্লাহ বলেন,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ

“আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার। রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে।” [সূরা আল বাকারা(২): ২২৮]

■ নারীর অধিকার

ক)ভরনপোষনের অধিকার

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। [সূরা আল বাকারা(২) : ২৩৩]

তোমরা স্ত্রীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ তারা তোমাদের আশ্রিতা, তাদের তোমরা গ্রহণ করেছ আল্লাহর নিরাপত্তা দ্বারা এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ আল্লাহর কালিমা দ্বারা। তাদের স্বাভাবিক খোরপোষ তোমাদের উপর অপরিহার্য।[৪]

সাবধান, তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, খোরপোষের বিষয়ে তাদের প্রতি সদাচার করবে।[৫]

আল্লাহ বলেন,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًاۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى
عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ

“আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার। রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে।” [সূরা আল-বাকারাহ(৪): ২২৮]

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ‘

তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো' [সূরা আন নিসা(৪) :১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।[৬]

খ)মোহরের অধিকার

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

এবং তোমরা নারীদেরকে দাও তাদের মোহর খুশিমনে। এরপর তারা যদি স্বেচ্ছায় স্বাগ্রহে ছেড়ে দেয় কিছু অংশ তোমাদের জন্য তাহলে তা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।[সূরা আন নিসা (৪) : ৪]

গ)সম্পত্তির অধিকার

নারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে সম্পত্তির অধিকার দিয়েছেন তা অন্য কোন ধর্মে নেই।

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا

“পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদের অংশ আছে। তা কম হোক অথবা বেশি, তা নির্ধারিত অংশ” [সূরা আন নিসা (৪): ৭]।

হাদিস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদাচারের বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পর তোমার বাবা।[৭]

নারীসমাজের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতি কেমন ছিলো এবং তাদের কষ্ট ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি কত সজাগ ছিলেন এবং তাদের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি তাঁর কিরূপ আস্থা ছিলো তা নীচের বর্ণনাগুলো থেকে পরিষ্কাররূপে বোঝা যাবে। তিনি ইরশাদ করেছেন-

তোমাদের দুনিয়াতে সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে, আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে ছালাতের মধ্যে।[৮]

এই হাদীছটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। কারণ সুগন্ধি ও নারীর একত্র উল্লেখ দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বভাব ও ফিতরত এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে নারী সুগন্ধির মতই স্নিগ্ধ ও পবিত্র। সুগন্ধি যেমন হৃদয়ে মস্তিষ্কে কোমল ও স্নিগ্ধ অনুভূতি সৃষ্টি করে, নারীর সংস্পর্শও তেমনি কোমলতা, স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এক হাদিসে এসেছে-

তোমরা মেয়েদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা অন্তরঙ্গতা পোষণকারী মূল্যবান সম্পদ।[৯]

এখানে নারীদেরকে মুল্যবান সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানুষ মুল্যবান সম্পদকে যেমন সযত্নে সংরক্ষণ করে তেমনি নারীদের প্রতিও এরূপ করার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

৩.৪।পারিবারিক কাঠামোতে পুরুষদের ভূমিকা

জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ জীবিকার জন্য ঘাম ঝরানো এবং উপার্জনের জন্য দৌড়ঝাঁপ করা। আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে তার নিজের এবং পরিবারের অন্য সবার জীবিকা এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব তাকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করেছেন।মহান আল্লাহ যখন এই দায়িত্ব পুরুষদের দিয়েছেন এর পিছনে অবশ্যই হিকমা রয়েছে।

এবং পারিবারিক কাঠামোতে পুরুষদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে কিছু কার্যকরী কারণ রয়েছে।

■ প্রথমত পুরুষরা সাধারণত পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী এবং রক্ষক হিসেবে কাজ করে। তারা খাদ্য চিকিৎসা বস্ত্র ও সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দেয়।এর ফলে তারা পরিবারের পরিচালনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে।

ইসলামে, একজন পুরুষকে তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে:

"তোমাদের প্রত্যেকে রক্ষক, এবং প্রত্যেকেই তার রক্ষিতদের সম্পর্কে জবাবদিহি করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক এবং সে তার পরিবারের বিষয়ে জবাবদিহি করবে।"[১০]

■ দ্বিতীয়ত জন্মগতভাবে পুরুষ অধিক শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী।তারা স্ত্রীদের তুলনায় শারিরীক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী। এজন্যই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে।কুরআনের অন্যত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থাৎ তাদের উপর (স্ত্রীদের) পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।'[সূরা বাকারা(২):২২৮]

৩.৫।নারীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

ক)নারীর উপার্জিত অর্থে নারীর স্বতস্ফূর্ত স্বাধীনতা :

ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। দিয়েছে নারীর জান-মালের নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ সম্মান।শরীয়ত সম্মত উপায়ে নারীর উপার্জিত সম্পদের একমাত্র মালিক নারী নিজেই।পুরুষের উপর যেমন তার পরিবার পরিজনের উপর অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে কিন্তু নারীর উপর এমন কোন বিষয় নেই।নারী যতই সম্পদশালী হোক তার প্রতি অর্থ খরচ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। তবে স্বদিচ্ছায় কাউকে দিতে চাইলে সেটা সম্পূর্ন তার ইচ্ছা। এভাবে ইসলাম নারীদের কে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

যেমন হাদীছ শরীফে এরকম মযমূন এসেছে-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামী ও কয়েকজন ইয়াতিমের জন্য খরচ করতেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে সদাকা করতে উৎসাহিত করলেন। তখন যায়নাব রা. স্বামীকে বললেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার জন্য ও আমার তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে খরচ করে থাকি তা ঐ সদাকার মধ্যে গণ্য হবে কি না। তিনি বললেন, আমার লজ্জা করে, তুমিই

গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।হযরত যায়নাব দরবারে নববীর দুয়ারে হাজির হলেন। দেখা গেলো, আরো কতিপয় নারী একই উদ্দেশ্যে সেখানে একত্র হয়েছে। এর পর তারা সকলে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে বিষয়টি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উত্থাপন করলেন, আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পাঠালেন যে, তারা দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবে, সাদাকা করার এবং আত্মীয়তা রক্ষা করার।[১১]

খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পছন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। এবং তার অভিভাবকও তার অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যত্র তাকে পাত্রস্থ করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْن َ

'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' ***[সূরা আল বাকারা(২):২৩২]***

হাদিসে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ َ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-َ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে

আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।[১২]

এত স্বাধীনতা সম্মান মর্যাদা ইসলাম পূর্ব যুগে কখনো ছিলো না।

নারীর নিরাপত্তা আল্লাহর বিধানেই

আল্লাহ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাঁদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। নারীর নিরাপত্তা বিধানে তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, দিয়েছেন কিছু বিধান। এই বিধান ও নির্দেশনা নারী-পুরুষের স্রষ্টার পক্ষ থেকে, যিনি জানেন তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের চাহিদা ও প্রবৃত্তি এবং তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থাগুলো। সুতরাং নারীর নিরাপত্তা আল্লাহর বিধানে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের কিছু ভাই-বোন ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে এবং বিজাতীয় জ্ঞান-বিদ্যা ও কালচারে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছেন না।

ইসলাম আইনের শাসনের সাথে সাথে নারী-পুরুষের মাঝে আল্লাহর ভয় এবং আখেরাতের জবাবদিহিতার বিষয়টিকে জাগ্রত করেছে। এ বিষয়টিই সবাইকে সব ধরনের যুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে।আর আল্লাহর ভয় অন্তরে না থাকলে চাপ দিয়ে মানুষকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখা দুরূহ।

ইসলামে নারীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। নারীদের প্রতি কোনো ধরনের অত্যাচার বা জুলুম ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে।"[১৩]

মুআবিয়া কুশাইরী রাহ. বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে

আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীদের বিষয়ে আমাদের প্রতি আপনার আদেশ কী? তিনি বললেন-তোমরা যেমন খাও তাদেরকেও তেমন খাওয়াও, তোমরা যেমন পর, তাদেরকেও তেমন পরাও। তাদেরকে প্রহার করো না ও কটু কথা বলো না।[১৪]

এ থেকে বোঝা যায় যে, নারীদের সঙ্গে সদয় ও সম্মানজনক আচরণ করাই ইসলামের মূলনীতি।

৩.৬ পারিবারিক কাঠামোতে নারীর ভুমিকা

নারী পরিবারের জননী। জননী হিসেবে একজন নারীকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সন্তানের জন্মদান থেকে শুরু করে বড় করে তোলা পর্যন্ত মা চরম কষ্ট সহ্য করেন যেই কষ্টের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো কষ্টের তুলনা হয় না।

এই কষ্টের স্বীকৃতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন-

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِى مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِى ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفًاۖ
وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَىَّۚ ◌◌◌

‘আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরের হয় নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।’ [সুরা লোকমান (৩১) : ১৫]

মায়ের হাতেই একজন সন্তানের শিক্ষার হাতেখড়ি। তাইতো নেপোলিয়ন বলেছিলেন, ‘আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার

দেব।’

একজন নারী পরিবারের জন্য যেভাবে নিজেকে উজাড় করে দেন, তার কোনো বিনিময় পৃথিবীতে নেই। সব ধরনের পরিস্থিতিতে তারা পরিবারকে আগলে রাখেন, পরিবারের মানুষদের অনুপ্রেরণা জোগান। নিজে না খেয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই স্বামী-সন্তানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। একটা নারী প্রতিদিন স্বামী-সন্তান ও নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে যান। তাদের এই ত্যাগ বিফলে যাওয়ার নয়। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

একবার আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) এক আনসারি নারী সাহাবি নবীজির দরবারে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, পুরুষরা যখন জিহাদে বের হয় আমরা তখন তাদের পরিবার, অর্থ-সম্পদ এবং সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকি, তাহলে আমরা কি এর প্রতিদান পাব? তখন নবীজি (সা.) সামনে বসা সাহাবিদের উদ্দেশ করে বলেন, দেখেছ দ্বীনি বিষয়ে এই নারী কত চমৎকার প্রশ্ন করেছে! তারপর ওই নারীকে নবীজি বলেন, তোমরা স্বামীর অনুপস্থিতিতে তোমাদের সতীত্ব রক্ষা করবে, স্বামীর সন্তুষ্ট অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবে এবং সন্তানদের দেখাশোনা করবে, তাহলে তোমরাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এর যথাযথ প্রতিদান পাবে।[১৫]

৩.৭। পুরুষই কেন নারীর অভিভাবক

মানুষ সামাজিকভাবে যখন থেকে বসবাস শুরু করেছে তখন থেকেই নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে।কারণ একাধিক মানুষের চিন্তাধারা সবসময় এক হয় না এবং মতের তারতম্য দেখা যায়। এই অবস্থায় একজনকে নেতা নির্বাচন করা হলে পরিবারব্যবস্থা সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সুশৃঙ্খল হয়।নেতা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে নির্বাচন করেছেন তার যথোপযুক্ত কারণ রয়েছে।

নারী পুরুষ ভিন্ন। এটি আল্লাহই তৈরি করে দিয়েছেন। নারী পুরুষের এই ভিন্নতার কারণ কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের মাধ্যমে জানা যাবে।

■ পুরুষের মনস্তাত্বিক কিছু বৈশিষ্ট্য

- পুরুষের রয়েছে টেস্টোস্টেরন হরমোন যার কারনে পুরুষের রয়েছে আগ্রাসী মনোভাব এবং কতৃত্বশীল আচরণ ।
- পুরুষের মাঝে রয়েছে প্রতিযোগিতা যা তাদের কর্মক্ষেত্রে টিকিয়ে রাখে।
- আত্মবিশ্বাস ও যৌথ মানসিক শক্তি বেশি।
- যুক্তিনির্ভর।
- স্বাধীনচেতা মনোভাব ।
- পুরুষ প্রতিকুল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে।
- কাজের প্রতি ঝোক পুরুষের চরিত্র ।

■ নারীর মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য

- নারীর বেশি রয়েছে ইস্ট্রোজেন হরমোন যার কারনে পুরুষের মত নারীর আগ্রাসী মনোভাব নেই।
- আত্মাবিশ্বাস কম।
- আবেগ প্রকাশ করে বেশি তবে যুক্তি বুদ্ধি ও আবেগকে আলাদা করতে পারে কম।
- প্রতিকুল পরিবেশ সহ্য করার ক্ষমতা বেশি কিন্তু বেরিয়ে আসার চেষ্টা কম।
- মানসিক শক্তি কম।

- একই পরিস্থিতিতে নারী পুরুষের তুলনায় বেশি চাপ অনুভব করে।

নারী ও পুরুষের মনস্তত্ত্ব থেকে এতটুকু বলা যায় যে, মানসিকতার দিক দিয়েও তারা আলাদা শারীরিকভাবেও স্পষ্টত আলাদা।পুরুষের যে মানসিকতা তা একজন নেতার মাঝে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।সুতরাং বহিরাঙ্গনই হল পুরুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাইরে অবস্থান হল তার সাধারণ অবস্থা। ঘরে বসে থাকা পুরুষের জন্য শোভনীয় নয়। পুরুষ কতৃত্বশীল হওয়ার পিছনে এটি একটি কারণ।

কিন্তু পশ্চাত্য সমাজ ও নারীবাদীরা দাবি করে যে নারী ও পুরুষ সমান।তারা নারীকে বোঝাচ্ছে যে, ঘরের কোণে পড়ে থাকায় কোনো স্বাধীনতা নেই। স্বামীর অনুগত থাকায় কোনো সম্মান নেই। প্রকৃত সম্মান কেবল বাইরের জীবনে। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও উপার্জন করতে হবে। কমপক্ষে নিজের প্রয়োজন পূরণের মতো উপার্জন-উৎস তার থাকতে হবে। তবেই সে হবে প্রকৃত সুখী, প্রকৃত স্বাধীন। তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে আনে পশ্চিমা সভ্যতাকে। যেখানে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-শপিংমলসহ সর্বত্র নারীরা কাজ করে চলেছে।নারীদের পুরুষের সমান করে তোলার চেষ্টায় নারীদের বসিয়ে দেয় পুরুষের জায়গায় আর অবলা নারীও প্রলুব্ধ হয়ে নির্বোধের মতোই পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছে। প্রগতিশীল হওয়ার তাগিদে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে অফিস-আদালতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকাকে পরাধীনতা মনে করতে শুরু করেছে। স্বামীর অনুগত হওয়াকে অসম্মান মনে করছে নিজ সন্তানকে বাসায় কাজের লোক বা অন্য কারো কাছে রেখে যাচ্ছে।এতে চাপ বাড়ছে নারীদেরই একদিকে ঘর সামলানো অপরদিকে বাইরে কাজ করা।এই দুই অবস্থা সামলাতে গিয়ে কোনটিই সঠিক ভাবে হচ্ছে না।

এক গবেষনায় জানা যায়, এক বছরের কম বয়স যেসব বাচ্চার মা তাদের সন্তানদের রেখে বাইরে যায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ কম তাদের তুলনায় যাদের মা সন্তানদের সাথেই থাকে। এর ফলাফল স্বরুপ যা হবার তাই হয়।সন্তান গুলো সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে না। অথচ শিশুর প্রথম শিক্ষক হলো তার মা।এইসব শিশু যখন মা বাবা ছাড়া বড় হচ্ছে তারাই পরবর্তীতে হয়ে যাচ্ছে অপরাধপ্রবন।এমনকি নিজের মা বাবাকেও পর্যন্ত হত্যা করছে এমন দৃষ্টান্ত ও রয়েছে। পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। যে পরিবার মানুষের শান্তির জায়গা তার দুঃখ কষ্ট ভুলার স্থান।সমাজ রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ও চরম বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

অন্য আরেক গবেষণায় জানা যায়, মাতৃস্নেহ অক্সিটোসিন এর সাথে সম্পর্কিত যা নারীর শরীরে থাকে।বাচ্চার কান্না শুনলে নারীর অক্সিটোসিন হরমোন বাড়ে।অপরদিকে বাচ্চার কান্না পুরুষের কাছে অনেক সময় বিরক্তিকর লাগে।টেস্টোস্টেরন হরমোন বাচ্চা পালার ঝোঁক কমিয়ে দেয় যা বাবাদের বেশি।তাই বাবা নিজের ছেলের চেয়ে নাতীকে বেশি সময় দেয় কারণ তখন টেস্টোস্টেরন কমে যায়।নারীরা বাচ্চার মুখভঙ্গি দেখেই অনেক সময় বুঝতে পারে বাচ্চা কি চাচ্ছে কিন্তু পুরুষরা তা বুঝতে পারে না।এজন্যই নারীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ঘর সামলানো ও বাচ্চা পালন।মানুষের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক প্রতিপালন, তার শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন। দুনিয়ার মানুষ গর্ব করে বলে, আজকের শিশু আগামী দিনের আদর্শ নাগরিক। আমরা বলি, আজকের শিশু হলো আগামী দিনের আদর্শ মা, আদর্শ বাবা এবং আলিমে দ্বীন, দাঈ ইলাল্লাহ ও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। তো কে পালন করবে শিশুকে গড়ে তোলার এ মহাদায়িত্ব? এখানেও নারীর ভূমিকাই বড়। এজন্যই ইসলাম নারীকে জীবিকার দৌড়ঝাঁপ থেকে এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যেন সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব স্বস্তির সঙ্গে, নিরাপত্তার সঙ্গে এবং মর্যাদার সঙ্গে পালন করে যেতে পারে।

আবার নারীদের মন তুলনামূলক নরম হয় পুরুষের তুলনায়। আবেগ দিয়ে অনেক কিছু বিচার করে যার কারনে শয়তান ও তাদের বেশি প্ররোচিত করতে পারে পুরুষের তুলনায়।এর ফলে তারা সহজেই ধোকায় পড়ে যায়।এজন্য গৃহে অবস্থানই হল নারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং এটিই তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। তবে প্রয়োজনে সে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু বাইরে অবস্থান শুধু প্রয়োজনবশত ও প্রয়োজন পরিমাণ হতে হবে। আর এ সময়ও নিজেকে ও নিজের সৌন্দর্যকে রাখতে হবে পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে।

নারীবাদীরা নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন বলে বলে যে ঝড় তুলছে সেই নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীবাদীরা বোঝায় সমস্ত নারীকে ক্ষমতাবান করে তাদের নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে তোলা । এর অর্থ হল মহিলারা কথা বলতে পারে, তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তাদের ইচ্ছামত জীবনযাপন করতে পারে।আদৌ কি এই নারী ক্ষমতায়ন নারীদের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসে!যেখানে গবেষণা বলছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা তুলনামূলক দুর্বল।

৪।গবেষণার পদ্ধতি

পুরুষ কেন নারীর উপর কতৃত্বশীল এই বিষয়ে গবেষণার প্রথম ও প্রধান উৎস কুরআন, হাদিস এবং তাফসীর। এছাড়াও বোঝার সুবিধার্থে মাযহাব আলেমদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বই, আলোচনা, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের তথ্যের সহয়াতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।গবেষনাটিতে কুরআন হাদীস তাফসীরের পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু গবেষণার ফলাফল ও উল্লেখ করা

হয়েছে।পুরুষকে কতৃত্বশীল না মানার কারণ ও ফলাফল স্বরুপ নারীবাদ বিষয়ের কিছু আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫।গবেষণা

৫.১।কুরআনের আলোকে

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

"পুরুষরা নারীদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, কারণ আল্লাহ একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং কারণ তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।"[সূরা আন নিসা(৪):৩৪]

وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আল বাকারা(২) : ২২৮]

৫.২।তাফসীর ও হাদিসের আলোকে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর নেতা। সে স্ত্রীকে সোজা ও ঠিক-ঠাককারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারণেই নবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ঐ সব লোক কখনও মুক্তি পেতে পারেন না যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকত্রী বানিয়ে নেয়।[১৬]

এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যেও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের মাল খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। সুতরাং জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এ জন্যেই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে।

অন্য জায়গা রয়েছে,
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থাৎ তাদের উপর (স্ত্রীদের) পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।' [সূরা আল বাকারা(২):২২৮]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর মালের হিফাযত করা ইত্যাদি।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, একটি স্ত্রীলোক নবী (সঃ)-এর সামনে স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তার স্বামী তাকে থাপ্পড় মেরেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতিশোধ নেয়ার হুকুম প্রায় দিয়েই ফেলেছিলেন, এমন সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং প্রতিশোধ গ্রহণ হতে বিরত রাখা হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একজন আনসারী (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার স্বামী আমাকে চড় মেরেছে। ওর চিহ্ন এখনও আমার চেহারায় বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন

বলেনঃ “তার এ অধিকার ছিল না। সেখানেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি চেয়েছিলাম এক রকম এবং আল্লাহ তা'আলা চাইলেন অন্য রকম।”

হযরত শা’বী (রাঃ) বলেন যে, মাল খরচ করার ভাবার্থ হচ্ছে মোহর আদায় করা। দেখা যায় যে, পুরুষ যদি স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে লেআনের (একের অপরকে অভিশাপ দেয়াকে ‘লে আন’ বলে) হুকুম রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী স্বামীর সম্পর্কে একথা বলে এবং প্রমাণ করতে না পারে তবে স্ত্রীকে চাবুক মারা হয়। অতএব, নারীদের মধ্যে সতী সাধ্বী হচ্ছে ঐ নারী, যে তার স্বামীর মাল রক্ষণাবেক্ষণ করে, যা রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “উত্তম ঐ নারী যখন তার স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন কোন নির্দেশ দেয় তখন তা পালন করে এবং যখন সে বিদেশে গমন করে তখন সে নিজেকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ। হতে নিরাপদে রাখে ও স্বীয় স্বামীর মালের হিফাযত করে।”

অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন কোন নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, স্বীয় গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করবে এবং স্বামীকে মেনে চলবে, তাকে বলা হবে-যে কোন দরজা দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ কর।”

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন-যেসব নারীর দুষ্টামিকে তোমরা ভয় কর, অর্থাৎ যারা তোমাদের উপরে হতে চায়, তোমাদের অবাধ্যাচরণ করে, তোমাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয় না এবং তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে মুখে

উপদেশ প্রদান কর, নানা প্রকারে তাদের অন্তরে তাওয়া সৃষ্টি কর, স্বামীর অধিকারের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। তাদেকে বল-দেখ, স্বামীর এত অধিকার রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যদি কাউকে আমি এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করবে তবে নারীকে নির্দেশ দিতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। কেননা, তার উপর সবচেয়ে বড় হক তারই রয়েছে।'

৫.৩। মাযহাবের আলোকে

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল(রহ:) বলেন মহিলারা যদিও পূর্ণ বয়স্কা ও সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন হয় তবুও তারা কাউকে বিয়ে দিতে বা নিজে কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। বরং তাদের বিয়ের অধিকার অভিভাবকের উপর ন্যাস্ত।এখানে তার অভিভাবক হতে পারে তার বাবা,চাচা,দাদা অথবা ভাই।অপরদিকে বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষদের পুর্ন অধিকার রয়েছে।

৫.৪। ফিকহ ও আলেমদের মতামত

তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামীর : আল্লাহ তায়ালা তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামীকে দিয়েছেন, স্ত্রীকে নয়। কারণ, পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল। নারীরা দ্বীন-দুনিয়া উভয় দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ।

দুনিয়ার দিক দিয়ে ত্রুটি হলো- তাদের দু’জনের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান।
দ্বীনের দিক দিয়ে ত্রুটি হলো- হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় তাদের ওপর সালাত ও সিয়াম নেই। তাদের ওপর জিহাদ ফরজ নয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবন মুসাইয়েব রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেছেন, ‘তালাক পুরুষদের জন্য, আর নারীদের জন্য উদ্দত।’[১৭]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, ‘তালাক পুরুষদের জন্য, আর নারীদের জন্য উদ্দত।’[১৮] আল ফিকহুল ইসলামীতে বলা হয়েছে, যিনি তালাকের ক্ষমতা রাখেন তিনি হলেন স্বামী। স্ত্রী তালাকের মালিক নন, হ্যাঁ যদি স্বামী মালিক বানায় বা ক্ষমতা দান করে, তবে স্ত্রী তালাক দিতে পারে।’[১৯] রাদ্দুল মুহতারে রয়েছে- তালাক নারীদের পক্ষ থেকে কার্যকর হয় না।’[২০] দুরুল মুখতারে রয়েছে- তালাকদানের আহল হলো বিবেকবান স্বামী। কিতাবুল ফিকহ আলাল মাজাহিবিল আবরা চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে- স্বাধীন পুরুষ তিন তালাকের মালিক।

৬।গবেষণার গুরত্ব ও ফলাফল

বর্তমান সমাজে একটি ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। এ ব্যাধির নাম নারীবাদ। এ ব্যাধিতে আক্রান্ত নারীদের দাবি, ধর্ম তাদেরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করছে না। তারা পুরুষদের মত প্রোডাক্টিভ হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তারা চায় পুরুষদের মত খোলামেলা চলতে, তাদের মত ঘরে-বাইরে সকল কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ অংশ নিতে। স্বনির্ভর হওয়ার বুলি শুনিয়ে নারীকে কর্মক্ষেত্রে জোরপূর্বক নিয়ে আসতে চায় নারীবাদীরা।এই গবেষণাপত্রের মাধ্যমে সেই নারীবাদীদের দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

একটা মেয়ে বিয়ের আগ পর্যন্ত তার বাবার দায়িত্বে থাকে। বিয়ের পরে তার দায়িত্ব চলে যায় স্বামীর কাঁধে। স্বামী বৃদ্ধ হলে এই দায়িত্ব চলে আসে সন্তানের কাঁধে। এগুলো অধিকার। যদি কোন পিতা,কোন স্বামী , কোন সন্তান এই দায়িত্বগুলো পালন না করে, তাহলে সে প্রথমে ইসলামী আইন অনুযায়ী অপরাধী হবে, পরকালেও সে আল্লাহর কাছে দায়ী হবে।

ইসলাম নারীকে যতোটা সম্মানিত করেছে, পৃথিবীর কোন ধর্ম ততোটা সম্মানিত করতে পারেনি। ইসলামপূর্ব যুগে নারী ছিল লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে মাটিতে পুঁতে হত্যা করা হতো। ইসলাম এ কাজকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে নারীদেরকে ভিন্ন মর্যাদায় উপনীত করেছে।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা তকী উছমানী, আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন, বড় সুন্দর লিখেছেন, 'আশ্চর্য তামাশার বিষয় এই যে, নারী যখন ঘরে বসে স্বামী-সন্তানের সেবা করে, খাবার রান্না করে, ঘরদোর সাজায় তখন সেটা হয় পশ্চাদপদতা ও মৌলবাদিতা, পক্ষান্তরে এই নারী যখন বিমানবালা হয়ে চারশ পুরুষের জন্য ট্রে সাজিয়ে খাবার সরবরাহ করে, আর তাদের লালসা-দৃষ্টির শিকার হয় তখন সেটা হয় সম্মান ও মর্যাদা!'[২১]

এই গবেষণাপত্রে পুরুষকে কতৃত্বশীল করার কারণ কুরআন হাদীস থেকে আলোচনা করা হয়েছে যা পরবর্তী এই প্রসঙ্গে কোন গবেষণার তথ্যসুত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৭।উপসংহার

ইসলামে পুরুষদের নারীদের উপর কতৃত্বের বিষয়টি একটি দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি নারীদের প্রতি অত্যাচার বা নির্যাতনের অনুমোদন দেয় না, বরং নারীদের সুরক্ষা, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে, পুরুষদের তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং নারীদের প্রতি সদয় ও সম্মানজনক আচরণ করতে হবে।

এই থিসিস পেপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষদের কতৃত্বের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এর নৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমতাপূর্ণ সমাজ গঠন সম্ভব।

৮।তথ্যসূত্র

১। সহীহ বুখারি, হাদিস ২৯৬৮

২। সহীহ বুখারি, হাদিস ৩০৮৭

৩। সহীহ বুখারি ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৫৫৮, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, তিরমিযী ১৭০৫, আবু দাউদ ২৯২৮, আহমদ ৪৪৮১, ৫১৪৫, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০

৪। সহীহ মুসলিম ২/৮৮৯-৮৯০

৫। জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৬৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৮৫১

৬। তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫২, সনদ ছহীহ

৭। সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯৭১

৮। মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২২৩৩

৯। মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৩০৬

১০। সহীহ বুখারি: 2386

১১। সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৪৬৬

১২। সহীহ *বুখারী ও* সহীহ *মুসলিম, মিশকাত হা ৩১২৬*

১৩। ইবন মাযাহ: হাদীস নং ১৯৭৭, তিরমিযী: হাদীস নং ৩৮৯৫

১৪। সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৪১৬৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২১৪২

১৫। শুয়াবুল ঈমান বায়হাকি, হাদিস : ১১/১৭৭

১৬। সহীহ বুখারী

১৭। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-৭/২৩৬, হাদিস নং-১২৯৫১

১৮। আল মুজামুল কবির, তিবরানি-৯/৩৩৭, ৯৬৯৭

১৯। ফিকহুল ইসলামী-৭/৩৪৭

২০। রাদ্দুল মুহতার-৪/৩৬১

২১। ইছলাহী মাওয়াইয, পৃ. ১৫৪